করতলস্পর্শী

"সত্যিই কি কোনও মালিনা ছিল 'আত্মজা'র মধ্যে?"— 'আমি তো মনে করি, ছিল না। না হলে আমি গল্পটা লিখব কেন?', বলেছিলেন বিমল কর। ১৯৫৪ সালের মার্চ, 'আত্মজা' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীলতার অভিযোগে ক্ষতবিক্ষত তিনি। কারও কারও থেকে প্রশংসাও জুটেছিল কপালে। বিমল কর জীবিকা হিসাবে লেখালিখিকে গ্রহণ করেছিলেন ১৯৫২ সালে। শীতকালে জীবনসঙ্গিনী গীতা দেবীকে উপরোধ করতেন লেখার কাগজ উনুনে একটু সেঁকে দিতে, তাতে কালিটা নাকি ভাল সরে। ২০০৩ সালে মৃত্যু তাঁকে দূরদেশি করেছে। সাহিত্য অকাদেমি প্রেক্ষাগৃহে, রবিবার, বিমল করের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হল। শ্রীনিবাস রাও সংক্ষেপে বিমল করের জীবনালেখ্য পেশ করলেন। বিমল করের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে বললেন সুবোধ সরকার। বিমল করের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও লেখার জগৎ পুনরাবিষ্কার করলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। প্রথম অধিবেশনে বিমল করের জীবন ও কৃতি নিয়ে নিবন্ধ পাঠ করলেন দেবারতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সায়ম বন্দ্যোপাধ্যায়। সভামুখ্য রামকুমার মুখোপাধ্যায়। দ্বিতীয় অধিবেশনের বিষয় বিমল করের সাহিত্যজগৎ। বীরেন শাসমল, সাধন চট্টোপাধ্যায় এবং তপন বন্দ্যোপাধ্যায় নিবন্ধ পাঠে। এ পর্বের সভামুখ্য সুমিতা চক্রবর্তী।